বাংলাদেশ চাকরি (বিনোদন ভাতা) বিধিমালা, ১৯৭৯

(সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদের ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি এই উদ্দেশ্যে প্রণীত ও জারিকৃত সকল বিধি, আদেশ ও বিজ্ঞপ্তি রহিত করিয়া বিধিমালাটি প্রণয়ন করেন। বিধিমালাটি S.R.O. 61-L/79-MF/R-II/L-I/78-71, তারিখ : ১৭ মার্চ, ১৯৭৯ দ্বারা জারি করা হয়। এস,আর,ও নং ৩১৯-আইন/২০১৫, তারিখ: ০১ নভেম্বর, ২০১৫ দ্বারা বিধি ২(এ), (এএ), (সি), (ই), এবং বিধি ৩, ৪ ও ৬ সংশোধন করিয়া স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও এই বিধিমালা ০১ জুলাই, ২০১৫ তারিখ হইতে কার্যকর করা হয়।)

১। (১) এই বিধিমালা বাংলাদেশ চাকরি (বিনোদন ভাতা) বিধিমালা, ১৯৭৯ নামে অভিহিত।

(২) ইহা ১ জুলাই, ১৯৭৯ তারিখ হইতে বলবৎ হইবে।

২। এই বিধিমালার উদ্দেশ্যে—

(এ) **"স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা"** অর্থ কোনো আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত বা স্থাপিত কোনো সংস্থা, কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন বা প্রতিষ্ঠান;

বিশ্লেষণ: এস,আর,ও নং ৩১৯-আইন/২০১৫, তারিখ: ০১ নভেম্বর, ২০১৫ দ্বারা অনুচ্ছেদ (এ) সন্নিবেশিত করা হয় এবং এই সংশোধনী ০১ জুলাই, ২০১৫ তারিখ হইতে কার্যকর করা হয়।

(এএ) **"সরকার"** অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার;

(বি) **"ছুটি"** অর্থ বিদ্যমান বিধির অধীনে প্রাপ্য গড় বেতনে ছুটি অথবা অর্জিত ছুটি, যাহা শ্রান্তি ও বিনোদনের উদ্দেশ্যে কমপক্ষে ১৫ (পনের) দিনের জন্য নেওয়া হইয়াছে;

তবে শর্ত থাকে যে, অবকাশ বিভাগের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ১৫ (পনর) দিনের কম নয় এমন দীর্ঘ অবকাশকাল এই বিধিমালার উদ্দেশ্যে ছুটি হিসাবে গণ্য হইবে;

বিশ্লেষণ : S.R.O. 36-L/83-MF/R-II/L-6/79-(Pt-1)/443, তারিখ : ৩১ জানুয়ারি, ১৯৮৩ দ্বারা উপবিধি-(বি) সংশোধনপূর্বক ছুটির মেয়াদ ১ মাস হইতে কমাইয়া ১৫ দিন করা হয়।

(সি) **"বেতন"** অর্থ সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে সার্ভিসেস (গ্রেড, পে এন্ড এলাউন্স) অর্ডার, ১৯৭৭ এর অধীনে অথবা স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অন্য যে কোনো বিধি বা প্রবিধি এর অধীনে প্রাপ্য বেতন;

বিশ্লেষণ: এস,আর,ও নং ৩১৯-আইন/২০১৫, তারিখ: ০১ নভেম্বর, ২০১৫ দ্বারা অনুচ্ছেদ (সি) সংশোধন করা হয় এবং এই সংশোধনী ০১ জুলাই, ২০১৫ তারিখ হইতে কার্যকর করা হয়।

(ডি) **"বিনোদন ভাতা"** অর্থ এই বিধিমালার অধীনে প্রাপ্য ভাতা;

(ই) **"চাকরি"** অর্থ এই বিধিমালা প্রযোজ্য এইরূপ সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মচারী কর্তৃক সরকারের অধীনে ধারাবাহিক সরকারি চাকরি।

CamScanner

বিশ্লেষণ: এস,আর,ও নং ৩১৯-আইন/২০১৫, তারিখ: ০১ নভেম্বর, ২০১৫ দ্বারা অনুচ্ছেদ (ই) সংশোধন করা হয় এবং এই সংশোধনী ০১ জুলাই, ২০১৫ তারিখ হইতে কার্যকর করা হয়।

৩। ওয়ার্কচার্জড ভিত্তিতে নিয়োজিত অথবা কন্টিজেন্সী খাত হইতে বেতনপ্রাপ্ত অথবা চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত কর্মচারী ব্যতীত সকল সরকারি এবং স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মচারীর ক্ষেত্রে এই বিধিমালা প্রযোজ্য।

বিশ্লেষণ: (১) এস,আর,ও নং ৩১৯-আইন/২০১৫, তারিখ: ০১ নভেম্বর, ২০১৫ দ্বারা অনুচ্ছেদ (সি) সংশোধন করা হয় এবং এই সংশোধনী ০১ জুলাই, ২০১৫ তারিখ হইতে কার্যকর করা হয়।

বিশ্লেষণ : (২) S.R.O.250-L/81-MF/R-II/L-6/79-(Pt-1)162, তারিখ : ৬ আগস্ট, ১৯৮১ দ্বারা এই বিধি হইতে 'নন-গেজেটেড' শব্দ বাদ দেওয়া হয়।

৪। এই বিধিমালা প্রযোজ্য এইরূপ সরকারি এবং স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মচারীগণ শ্রান্তি ও বিনোদনের উদ্দেশ্যে ছুটি গ্রহণ করিলে প্রতি ৩ (তিন) বৎসরে একবার এক মাসের বেতনের সমান বিনোদন ভাতা পাইবেন :

তবে শর্ত থাকে যে,

(এ) ১ জুলাই, ১৯৮১ তারিখে চাকরির মেয়াদ ৩ (তিন) বৎসর বা ততোধিককাল পূর্ণ হইয়াছে এমন গেজেটেড সরকারি কর্মচারীগণ বিনোদন ভাতা প্রাপ্য হইবেন;

(বি) ১ জুলাই, ১৯৮১ তারিখে চাকরির মেয়াদ ৩ (তিন) বৎসর পূর্ণ হয় নাই অথবা ১ জুলাই, ১৯৮১ তারিখে বা উহার পরে চাকরিতে নিয়োজিত হইয়াছেন এমন গেজেটেড কর্মচারীগণ চাকরির ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদ পূর্তিতে বিনোদন ভাতা পাইবেন;

(সি) ১ জুলাই, ১৯৭৯ তারিখে চাকরির মেয়াদ ৩ (তিন) বৎসর বা ততোধিককাল পূর্ণ করিয়াছেন, এমন নন-গেজেটেড কর্মচারীগণ বিনোদন ভাতা পাইবেন;

(ডি) ১ জুলাই, ১৯৭৯ তারিখে চাকরির মেয়াদ ৩ (তিন) বৎসর পূর্ণ হয় নাই, অথবা ১ জুলাই, ১৯৭৯ তারিখে বা উহার পরে চাকরিতে নিয়োজিত হইয়াছেন, এমন নন-গেজেটেড কর্মচারীগণ চাকরির মেয়াদ ৩ বৎসর পূর্তিতে বিনোদন ভাতা পাইবেন।

বিশ্লেষণ:(১) এস,আর,ও নং ৩১৯-আইন/২০১৫, তারিখ: ০১ নভেম্বর, ২০১৫ দ্বারা বিধি-৪ সংশোধন করা হয় এবং এই সংশোধনী ০১ জুলাই, ২০১৫ তারিখ হইতে কার্যকর করা হয়।

বিশ্লেষণ : (২) S.R.O. 250-L/ 81-MF/ R-II/ L-6/ 79-(Pt-1)162, তারিখ : ৬ আগস্ট, ১৯৮১ দ্বারা শর্তাংশটি প্রতিস্থাপন করা হয়।

৫। বিধিমালার অধীনে প্রাপ্য ছুটিকালীন বেতনের অতিরিক্ত হিসাবে বিনোদন ভাতা পাইবেন।

৬। জনস্বার্থের কারণে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, কোনো সরকারি এবং স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মচারীর ছুটি মঞ্জুর করা না হইলে এবং উক্ত কারণে ছুটির আবেদনকৃত সময়ে বিনোদন ভাতা গ্রহণ করিতে না পারিলে পরবর্তী যে সময়ে ছুটিতে যাইবেন, ঐ সময়ে বিনোদন ভাতা পাইবেন। এইক্ষেত্রে যে তারিখ হইতে ছুটির আবেদন করা হইয়াছিল, আবেদনকৃত উক্ত তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর পূর্ণ হইলে পরবর্তী বিনোদন ভাতা পাইবেন।

CamScanner

বিশ্লেষণ: এস,আর,ও নং ৩১৯-আইন/২০১৫, তারিখ: ০১ নভেম্বর, ২০১৫ দ্বারা বিধি-৬ সংশোধন করা হয় এবং এই সংশোধনী ০১ জুলাই, ২০১৫ তারিখ হইতে কার্যকর করা হয়।

৭। এই বিধিমালা ব্যাখ্যার ক্ষমতা সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের নিকট সংরক্ষিত।

শ্রান্তি বিনোদন ছুটি স্পষ্টীকরণ সংক্রান্ত নির্দেশনা

অর্থ বিভাগের স্মারকলিপি নং এম এফ (আর-২)এল-১/৭৮(অংশ-২)/৫৯, তারিখ : ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯ দ্বারা বিনোদন ভাতা সংক্রান্তে নিম্নরূপ বিষয়সমূহ স্পষ্টীকরণ করা হইয়াছে–

"(১) যে সমস্ত নন-গেজেটেড কর্মচারীরা চলতি দায়িত্বের ভিত্তিতে গেজেটেড পদে কাজ করিতেছেন তাঁহারা গেজেটেড পদের বেতন প্রাপ্ত হন না। তাঁহারা স্ব কাজের দায়িত্বসহ উচ্চতর পদের কাজ দেখাশুনা করিয়া থাকেন। অতএব তাঁহারা গেজেটেড পদের পূর্ণ দায়িত্বও পালন করেন না। গেজেটেড পদের পূর্ণ দায়িত্ব পালন না করিলে এবং পদের বেতন প্রাপ্ত না হইলে গেজেটেড অফিসার হিসাবে গণ্য করিবার সুযোগ নাই। অতএব, বিনোদন ভাতার ক্ষেত্রে তাহাদিগকে গেজেটেড অফিসার হিসাবে গণ্য করিবার অবকাশ নাই।

(২) নূতন জাতীয় বেতন স্কেল অনুযায়ী কোনো পদের মর্যাদার পুনঃবিন্যাস এখনও করা হয় নাই। অর্থাৎ কোনো পদ গেজেটেড অথবা নন-গেজেটেড বলিয়া গণ্য হইবে এই বিষয়টি নূতন জাতীয় বেতন স্কেলের পরিপ্রেক্ষিতে এখনও নির্ধারণ করা হয় নাই। অতএব, যে সমস্ত পদ ৩০-৬-১৯৭৭ তারিখে নন-গেজেটেড পদ হিসাবে গণ্য হইত, ঐ সকল পদ নূতন জাতীয় বেতনের যে স্কেলেই অন্তর্ভুক্ত হোক না কেন সেই সকল পদের ক্ষেত্রে বিনোদন ভাতা প্রদান যোগ্য হইবে।

(৩) বিনোদন ভাতা প্রদানের মূল শর্ত হইল শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি গ্রহণ। যে সমস্ত কর্মচারী অবসর-উত্তর ছুটিতে (পি এল আর) আছেন তাহাদের পক্ষে উক্ত ছুটি শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটিতে পরিবর্তিত করিবার অবকাশ নাই। অতএব বর্ণিত কর্মচারীরা বিনোদন ভাতা প্রাপ্ত হইবেন না।

(৪) বিনোদন ভাতা প্রদানের মূল শর্ত হইল যুগপৎভাবে শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটির মঞ্জুরি। অতএব, উক্ত ছুটির মঞ্জুরি ছাড়া বিনোদন ভাতা প্রদানের অবকাশ নাই।

(৫) বিনোদন ভাতা প্রদানের মূল শর্ত হইল পনের দিন শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটির মঞ্জুরি। অতএব, উক্ত সময়ের কম সময়ের জন্য ছুটি মঞ্জুরির ক্ষেত্রে বিনোদন ভাতা প্রাপ্তব্য নহে।

(৬) বিনোদন ভাতা মঞ্জুরির বিষয়ে সরকারি কর্মচারীর জ্যেষ্ঠতা সরকারি চাকুরীতে তাহার যোগদানের তারিখ থেকে নির্ধারিত হইবে। তবে যে সমস্ত কর্মচারীর অবসর-উত্তর ছুটি/চাকুরী থেকে অবসরগ্রহণ নিকটবর্তী তাহাদেরকে বিনোদন ভাতা মঞ্জুরির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে।"

CamScanner

অর্জিত ছুটি (Earned Leave)

কর্মকালীন সময়ের দ্বারা যে ছুটি অর্জিত হয়, উহাই অর্জিত ছুটি (বি এস আর, পার্ট-১ এর বিধি-১৪৫)। এই অর্জিত ছুটি দুই প্রকার। যথা:-(১) গড় বেতনে অর্জিত ছুটি, এবং (২) অর্ধ-গড় বেতনে অর্জিত ছুটি।

গড় বেতনে অর্জিত ছুটি

বি এস আর, পার্ট-১ এর বিধি-৫ এর উপবিধি-(৩২) অনুযায়ী যে ছুটিকালে গড় বেতনের সমান ছুটিকালীন বেতন প্রাপ্য, উহাই গড় বেতনে অর্জিত ছুটি। নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর বিধি-৩(১)(i) অনুযায়ী একজন কর্মচারী কর্মকালীন সময়ের প্রতি ১১ দিনের জন্য ১ দিন হিসাবে গড় বেতনে ছুটি অর্জন করেন। অর্থাৎ ছুটি অর্জনের হার কর্মকালীন সময়ের $\frac{১}{১১}$।

উদাহরণ : একজন কর্মচারী ১৯ জুন, ২০১১ তারিখে চাকরিতে যোগদান করেন। তিনি ১০ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখ হইতে ২ মাসের ছুটিতে যাওয়ার আবেদন করেন। এইক্ষেত্রে যেহেতু তিনি ১০ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখ হইতে ছুটিতে যাওয়ার আবেদন করিয়াছেন, সেইহেতু ৯ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত তাঁহার অর্জিত ছুটির প্রাপ্যতার হিসাব করিতে হইবে। 'ছুটি হিসাব' এর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নিম্নরূপ-

(১) চাকরিতে যোগদানের তারিখ- ১৯ জুন, ২০১১
(২) ছুটিতে যাওয়ার আবেদনকৃত তারিখ ১০ ডিসেম্বর, ২০২১
(৩) ইতিপূর্বে ভোগকৃত সর্বমোট ছুটির পরিমাণ-
(ক) গড় বেতনে অর্জিত ছুটি- ২ মাস ৭ দিন
(খ) অর্ধ-গড় বেতনে অর্জিত ছুটি- ২ মাস
(গ) প্রসূতি ছুটি- ৬ মাস
(ঘ) অধ্যয়ন ছুটি- ২ বৎসর
(ঙ) অসাধারণ ছুটি- ২ মাস

উপরোক্ত ক্ষেত্রে উক্ত কর্মচারীর অর্জিত ছুটির হিসাব হইবে নিম্নরূপ-

	সন	মাস	দিন
ছুটিতে যাওয়ার আবেদনকৃত তারিখ-	২০২১	১২	১০
বাদ চাকরিতে যোগদানের তারিখ	২০১১	০৬	১৯
মোট চাকরিকাল-			১০ বৎসর ০৫ মাস ২১ দিন

বাদ ভোগকৃত ছুটিকাল-	বৎসর	মাস	দিন
গড় বেতনে অর্জিত ছুটিকাল-	০০	০২	০৭
অর্ধ-গড় বেতনে অর্জিত ছুটিকাল-	০০	০২	০০
প্রসূতি ছুটিকাল-	০০	০৬	০০
অধ্যয়ন ছুটিকাল-	০২	০০	০০
অসাধারণ ছুটিকাল-	০০	০২	০০
		০৩ বৎসর	০০ মাস ০৭ দিন
ছুটির হিসাবের জন্য কর্মকাল		০৭ বৎসর	০৫ মাস ১৪ দিন

মোট কর্মদিনের সংখ্যা= ৭ বৎসর×৩৬৫= ২৫৫৫ দিন
৫ মাস×৩০= ১৫০ দিন
১৪ দিন×১= ১৪ দিন
২৭১৯ দিন

গড় বেতনে মোট অর্জিত ছুটির পরিমাণ (২৭১৯÷১১)=২৪৭ দিন অর্থাৎ (২৪৭÷৩০) ৮ মাস ৭ দিন।

গড় বেতনে মোট অর্জিত ছুটির পরিমাণ–	৮ মাস ৭ দিন
ইতিমধ্যে ভোগকৃত অর্জিত ছুটি–	২ মাস ৭ দিন
প্রাপ্য অর্জিত ছুটির পরিমাণ–	৬ মাস ০ দিন

অর্ধগড় বেতনে অর্জিত ছুটি

বি এস আর, পার্ট–১ এর ৫(৩২) নং বিধিমতে যে ছুটিকালীন সময়ে গড় বেতনের অর্ধেকের সমান ছুটিকালীন বেতন প্রাপ্য, উহাই অর্ধগড় বেতনে অর্জিত ছুটি। নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর ৩(১) (iii) নং বিধিমতে একজন কর্মচারী কর্মকালের প্রতি ১২ দিনের জন্য ১ দিন হিসাবে অর্ধগড় বেতনে ছুটি অর্জন করেন। অর্থাৎ ছুটি অর্জনের হার কর্মকালীন সময়ের $\frac{১}{১২}$ ।

উদাহরণ : পূর্বোক্ত গড় বেতনে অর্জিত ছুটি নির্ণয়ের উদাহরণে প্রদত্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে অর্ধ-গড় বেতনে ছুটির হিসাব করিলে, প্রাপ্য অর্ধ-গড় বেতনে ছুটির পরিমাণ হইবে নিম্নরূপ –

মোট কর্ম দিনের সংখ্যা ২৭১৯ দিন। তাঁহার অর্ধ-গড় বেতনে অর্জিত ছুটির পরিমাণ হইবে (২৭১৯÷১২)=২২৬+১=২২৭ দিন বা ৭ মাস ১৭ দিন।

উল্লেখ্য ভাগশেষ ৬ বা এর অধিক হইলে গড়-বেতনে বা অর্ধ-গড় বেতনে 'ছুটি হিসাব' এর জন্য ভাগফলের সহিত ১ দিন যোগ করিতে হয়। এইক্ষেত্রে ভাগশেষ ৭ হওয়ায় ভাগফল ২২৬ দিনের সহিত ১ দিন যোগ হইয়া ২২৭ দিন হইয়াছে। ভাগশেষ ৬ এর কম হইলে তাহা গণনায় ধরা যাইবে না।

গড় বেতনে ও অর্ধ গড় বেতনে ছুটির সর্বোচ্চ মেয়াদ

(ক) গড় বেতনে অর্জিত ছুটির মেয়াদ

১। ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কারণ : নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর বিধি-৩(১)(ii) অনুযায়ী একজন কর্মচারী ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কারণে এককালীন সর্বোচ্চ ৪ (চার) মাস পর্যন্ত গড় বেতনের অর্জিত ছুটি ভোগ করিতে পারেন।

২। স্বাস্থ্যগত কারণ : নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর ৩(১)(ii) নং বিধি অনুযায়ী একজন কর্মচারী স্বাস্থ্যগত কারণে গড় বেতনে এককালীন সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত ছুটি ভোগ করিতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ছুটির প্রয়োজন হইলে তাহা অর্ধ-গড় বেতনে ভোগ করিতে পারিবেন। অর্ধ-গড় বেতনে ছুটি পাওনা না থাকিলে নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর বিধি ৯ এর উপবিধি (৩) এর অধীনে অসাধারণ ছুটি ভোগ করিতে পারিবেন।

CamScanner

বি এস আর, পার্ট-১ এর বিধি-১৫৭ এবং পরিশিষ্ট-৮ এর বিধান মোতাবেক স্বাস্থ্যগত কারণে ছুটির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি অনুসরণ করিতে হইবে–

(১) ছুটির আবেদনের সহিত মেডিকেল সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হইবে। অনুচ্ছেদ-৯ ও ১৫

(২) স্বাস্থ্যগত কারণে ৩ মাসের অধিক ছুটির আবেদনের ক্ষেত্রে অথবা ৩ মাসকে অতিক্রমপূর্বক ছুটি বর্ধিতকরণের ক্ষেত্রে মেডিকেল বোর্ডের সার্টিফিকেট প্রয়োজন হইবে। অনুচ্ছেদ-১১

(৩) ছুটি শেষে কর্মে যোগদানের ক্ষেত্রে ফিটনেস সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হইবে। অনুচ্ছেদ-১৯ ও ২০

(৪) দাখিলকৃত মেডিকেল সার্টিফিকেটের বিষয়ে ছুটি মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ সন্তোষ্ট না হইলে দ্বিতীয়বার মেডিকেল পরীক্ষার আদেশ দিতে পারিবেন। এইক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ নিজেই যতশীঘ্র সম্ভব দ্বিতীয়বার স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। অনুচ্ছেদ-১৬

(খ) অর্ধ-গড় বেতনে অর্জিত ছুটির মেয়াদ

অর্ধ-গড় বেতনে ছুটি ভোগের মেয়াদ নির্ধারিত না থাকিলেও যেহেতু নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর বিধি-৭ অনুযায়ী পারিবারিক বা ব্যক্তিগত কারণে এককালীন সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত এবং স্বাস্থ্যগত কারণে ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত ছুটি ভোগ করা যায়, সেইহেতু অর্ধ-গড় বেতনে ছুটির মেয়াদ দ্বারা উক্ত সময়সীমাকে অতিক্রম করা যাইবে না। অর্থাৎ অর্ধ-গড় বেতনে অর্জিত ছুটির সর্বোচ্চ মেয়াদ দুই বৎসর।

(গ) ছুটির সর্বোচ্চ মেয়াদ

নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর বিধি-৭ অনুযায়ী ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কারণে এককালীন সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর এবং স্বাস্থ্যগত কারণে ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত ছুটি ভোগ করা যায়। এক প্রকার ছুটির ধারাবাহিকতাক্রমে অন্য প্রকার ছুটি, এইভাবে একাধিক প্রকার ছুটি সম্মিলিতভাবে নেওয়া হইলেও বিধি-৭ তে বর্ণিত উক্ত সর্বোচ্চ মেয়াদকে অতিক্রম করা যাইবে না।

অর্ধ-গড় বেতনের ছুটিকে গড় বেতনের ছুটিতে রূপান্তর

'প্রতি দুই দিনের জন্য এক দিন' এই হারে অর্ধ-গড় বেতনের ছুটিকে গড় বেতনের ছুটিতে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যে রূপান্তর করা যাইবে:

(ক) স্বাস্থ্যগত কারণে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে [নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর বিধি-৩(১) (iii)];

(খ) অর্থ বিভাগের প্রজ্ঞাপন নং- ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৫.৮১, তারিখ:১৪-১০-২০১৫ খ্রিস্টাব্দ/২৯-৬-১৪২২ এর (ছ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী:

(১) অবসর-উত্তর ছুটির উদ্দেশ্যে; এবং

(২) ১৮ মাসের ছুটি নগদায়নের উদ্দেশ্যে।

CamScanner

মোট চাকরিকাল : (১০/৫/২০২১–১৯/৬/২০০১) = ১৯ বৎসর ১০ মাস ২১ দিন

বাদ ভোগকৃত ছুটিকাল–	বৎসর	মাস	দিন
গড় বেতনে অর্জিত ছুটিকাল–	০০	০৩	০০
অর্ধ-গড় বেতনে অর্জিত ছুটিকাল–	০০	০৩	০০
প্রসূতি ছুটিকাল–	০০	০৬	০০
অধ্যয়ন ছুটিকাল–	০২	০০	০০
অসাধারণ ছুটিকাল–	০২	০০	০০
			০৫ বৎসর ০০ মাস ০০ দিন
ছুটির হিসাবের জন্য কর্মকাল			১৪ বৎসর ১০ মাস ২১ দিন

অসাধারণ ছুটি

(Extraordinary Leave)

নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর বিধি-৯(৩)

নির্ধারিত ছুটিবিধিমালা জারির প্রেক্ষিতে অসাধারণ ছুটি সংক্রান্তে বি এস আর, পার্ট-১ তে যে সকল বিধান সন্নিবেশিত আছে, উহা বর্তমানে প্রযোজ্য নাই। অসাধারণ ছুটি সম্পর্কীত নিয়মাবলি "নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯" এর বিধি-৯(৩) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। উক্ত উপ-বিধিটি নিম্নরূপ–

"৯(৩)(১) অসাধারণ ছুটি, যাহার জন্য ছুটিকালীন বেতন প্রদেয় নয়, যে কোনো সরকারি কর্মচারীকে বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রদান করা যাইবে–

(এ) যখন বিধিমতে অন্য কোনো প্রকার ছুটি প্রাপ্য নয়; অথবা

(বি) যখন অন্য কোনো প্রকার ছুটি প্রাপ্য হওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট কর্মচারী লিখিতভাবে অসাধারণ ছুটির জন্য আবেদন জানায়।

(২)(এ) স্থায়ীকর্মে নিয়োজিত সরকারি কর্মচারী ব্যতীত অন্যান্যের ক্ষেত্রে অসাধারণ ছুটির মেয়াদ এককালীন ৩ (তিন) মাসের অধিক হইবে না।

তবে স্থায়ীকর্মে নিয়োজিত নয় এমন সরকারি কর্মচারী বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত হইয়া প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে ৫ (পাঁচ) বৎসর সরকারের চাকরি করিবেন, এই মর্মে বন্ড প্রদান করিয়াছেন এবং চাকরির মেয়াদ নিরবচ্ছিন্নভাবে কমপক্ষে ৩ (তিন) বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, এইরূপ যে সরকারি কর্মচারী উল্লেখিত প্রকার বন্ড প্রদানপূর্বক বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণে বা অধ্যয়নে রত রহিয়াছেন, তাঁহাদের ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হইবে না।

তবে দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতার ক্ষেত্রে মেডিকেল সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে অস্থায়ী সরকারি কর্মচারীকে সর্বাধিক ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত অসাধারণ ছুটি প্রদান করা যাইবে।

(বি) যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত একজন অস্থায়ী সরকারি কর্মচারীকে এককালীন সর্বাধিক ১২ (বার) মাস পর্যন্ত অসাধারণ ছুটি প্রদান করা যাইবে; তবে–

যে পদ হইতে সরকারি কর্মচারী ছুটিতে যাইতেছেন, ঐ পদটি তাঁহার কর্মে প্রত্যাবর্তন অবধি বহাল থাকিবে।

দাখিলকৃত সার্টিফিকেটে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, যক্ষ্মা বিশেষজ্ঞ বা সিভিল সার্জনের ছুটির মেয়াদ উল্লেখপূর্বক সুপারিশ থাকিলে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে।

সুপারিশ প্রদানকালে মেডিকেল অফিসার বি এস আর, পার্ট–১ এর পরিশিষ্ট–৮ এর বিধি-(৭) অনুসরণ করিবেন।

(৩) ছুটি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ছুটিবিহীন অনুপস্থিতির সময়কে ভূতাপেক্ষিকভাবে অসাধারণ ছুটিতে রূপান্তর করিতে পারিবেন।

অসাধারণ ছুটি সংক্রান্ত অন্যান্য বিধান

১। নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর বিধি ৯ এর উপবিধি (৩) এর বিধান মতে এই প্রকার ছুটি ভোগকালে ছুটিকালীন বেতন প্রাপ্য নয় এবং এই প্রকার ছুটি "ছুটি হিসাব" হইতে বিয়োগ হয় না।

২। অন্যান্য প্রকার ছুটির সহিত একত্রে বা অন্যান্য প্রকার ছুটির ধারাবাহিকতাক্রমে এই প্রকার ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে। (এফ, আর–৮৫ এর অডিটর জেনারেলের সিদ্ধান্ত এবং নির্ধারিত ছুটি বিধিমালার ১১ নং বিধি)।

অধ্যয়ন ছুটি (Study Leave)

বি এস আর, পার্ট-১ এর বিধি-১৯৪ এবং এফ আর-৮৪

সরকারের সাধারণ আদেশের শর্তাধীনে একজন সরকারি কর্মচারীকে সায়েন্টিফিক, টেকনিকেল অথবা তদরূপ শিক্ষার জন্য অথবা নির্দেশনাগত কোনো বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্য অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে এবং এই প্রকার ছুটি "ছুটি হিসাব" হইতে বিয়োগ হয় না।

অধ্যয়ন ছুটি সম্পর্কে বি এস আর, পার্ট-১ এর পরিশিষ্ট-৫ তে আরো যে সকল বিধান রহিয়াছে, তাহা নিম্নরূপ–

১। অধ্যয়ন ছুটি কেবল সরকার মঞ্জুর করিতে পারিবে।

২। অধ্যয়ন ছুটির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অথবা বাহিরে অর্ধগড় বেতনে অতিরিক্ত ছুটি (extra leave) মঞ্জুর করা যাইবে।

সাধারণভাবে চাকরির মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বৎসর পূর্ণ হয় নাই, এমন সরকারি কর্মচারীকে অথবা যে তারিখে ইচ্ছা করিলে কোনো সরকারি কর্মচারী অবসরগ্রহণের সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন, ঐ কর্মচারীকে ঐ তারিখের ৩ (তিন) বৎসরের মধ্যে অথবা ২৫ (পঁচিশ) বৎসর চাকরির পরে অবসরগ্রহণের সুযোগ থাকায়, কোনো সরকারি কর্মচারীর যে তারিখে চাকরির মেয়াদ ২৫ (পঁচিশ) বৎসর পূর্ণ হইবে, ঐ তারিখের ৩ (তিন) বৎসরের মধ্যে উক্ত কর্মচারীকে অধ্যয়ন ছুটি দেওয়া যাইবে না। আনুপাতিক হারে পেনশন আসন্ন, এইরূপ সরকারি কর্মচারীকেও অধ্যয়ন ছুটি দেওয়া যাইবে না।

CamScanner

৩। জনস্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ছুটি মঞ্জুর করিতে হইবে। সাধারণভাবে এককালীন সর্বাধিক ১২ (বার) মাস অধ্যয়ন ছুটির যথোপযুক্ত সময় এবং বিশেষ কারণ ব্যতীত এই সীমা অতিক্রম করা যাইবে না। সরকারি কর্মচারীর সমগ্র চাকরি জীবনে এই প্রকার ছুটির মেয়াদ ২ (দুই) বৎসরের অধিক হইবে না এবং তাঁহাকে তাঁহার নিয়মিত দায়িত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন রাখে বা তাঁহার অনুপস্থিতি সমস্যার সৃষ্টি করে, এইরূপভাবে পুনঃপুনঃ এই ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে না। ২ (দুই) বৎসরের অধ্যয়ন ছুটির সহিত অসাধারণ ছুটি বা মেডিকেল সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে ছুটি ব্যতীত, ৪ (চার) মাস পর্যন্ত ছুটি দেওয়া যাইবে। এই ৪ (চার) মাসের সময়সীমা অতিক্রমের ক্ষেত্রে (২৮ মাসের অতিরিক্ত সময় নিয়মিত কর্ম হইতে অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে) অতিক্রমনকৃত সময় অসাধারণ ছুটি অথবা মেডিকেল সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে ছুটি হিসাবে গণ্য হইবে। তবে বি এস আর, পার্ট-১ এর বিধি-৩৪ এর বিধান অনুযায়ী সর্বমোট অনুপস্থিতির মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বৎসর সময়সীমাকে অতিক্রম করিবে না।

৪। অধ্যয়ন ছুটির সহিত সংযুক্তভাবে অন্য প্রকার ছুটি নেওয়া হইলে অধ্যয়ন ছুটির মেয়াদ এইরূপ হইবে যেন পূর্বে মঞ্জুরকৃত অন্যান্য ছুটির জের তাহার কর্মে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত যথেষ্ট হয়।

৫। কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করার পরবর্তী পর্যায়ে যদি দেখা যায় কোর্সটি ঐ মঞ্জুরকৃত মেয়াদের পূর্বেই সমাপ্ত হইয়াছে, তাহা হইলে ঐ অতিরিক্ত সময় মঞ্জুরকৃত অধ্যয়ন ছুটি হইতে বাদ যাইবে, যদি না তিনি মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে ঐ অতিরিক্ত সময় সাধারণ ছুটি হিসাবে গণ্য করার অনুমতিগ্রহণ করেন।

৬। অধ্যয়ন ছুটির প্রতিটি আবেদন নিরীক্ষা কর্মকর্তার সার্টিফিকেটসহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দাখিল করিতে হইবে এবং যে কোর্সে বা পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করিতে যাইতেছে, উহার পূর্ণ বিবরণ দিবেন।

১১। কোর্সের ফি সংশ্লিষ্ট কর্মচারী নিজে বহন করিবেন। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে সরকার তাহা বিবেচনাপূর্বক প্রদান করিতে পারে।

১২। কোর্স সমাপ্তিতে উহার সার্টিফিকেট সরকারের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

১৩। অধ্যয়ন ছুটিকাল পদোন্নতি ও পেনশনের জন্য কর্মকাল হিসাবে গণ্য হইবে। কিন্তু "ছুটি হিসাব" এর জন্য কর্মকাল হিসাবে গণনাযোগ্য নয়। এই ছুটি ইতিমধ্যে জমাকৃত ছুটি হইতে বাদ যাইবে না। এই প্রকার ছুটি অর্ধগড় বেতনে অতিরিক্ত ছুটি হিসাবে গণ্য হইবে। তবে পাওনা অর্ধগড় বেতনের ছুটি হইতে বাদ যাইবে না।

১৪। অধ্যয়ন ছুটি ভোগকালে অর্ধগড় বেতনে ছুটিকালীন বেতন প্রাপ্য।

অধ্যয়ন ছুটি সংক্রান্ত এফ আর–৮৪ এর নিরীক্ষা নির্দেশনা

এই প্রকার ছুটির অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ সরকার। চাকরির মেয়াদ ৫ বৎসর পূর্ণ হয় নাই, এমন কর্মচারীকেও ছুটি মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলে এই প্রকার ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

CamScanner

সংগনিরোধ ছুটি (Quarantine Leave)

বি এস আর, পার্ট-১ এর বিধি-১৯৬

সংগনিরোধ ছুটি সম্পর্কে বি এস আর-১৯৬ এর বিধান নিম্নরূপ-

(১) সরকারি কর্মচারীর পরিবারের বা তাঁহার বাড়ির কোনো বাসিন্দার সংক্রামক রোগের কারণে উক্ত কর্মচারীর অফিসে আগমন নিষিদ্ধ করিয়া আদেশ জারির মাধ্যমে যে ছুটি প্রদান করা হয়, উহাই সংগনিরোধ ছুটি।

(২) এই প্রকার ছুটি মেডিকেল সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে অফিস প্রধান সর্বাধিক ২১ (একুশ) দিন পর্যন্ত এবং বিশেষ অবস্থায় ৩০ (ত্রিশ) দিন পর্যন্ত মঞ্জুর করিতে পারিবেন। সংগনিরোধজনিত কারণে ইহার অতিরিক্ত ছুটির প্রয়োজন হইলে, এই অতিরিক্ত ছুটি সাধারণ ছুটি হিসাবে গণ্য হইবে।

(৩) এই প্রকার ছুটিকালকে কর্মকাল হিসাবে গণ্য করা হয় এবং এই সময়ে উক্ত পদে অন্য কোনো লোক নিয়োগ করা যায় না। ইহাছাড়া উক্ত ছুটি ভোগকালে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী স্বাভাবিক নিয়মানুসারে বেতন ভাতাদি পাইবেন।

(৪) এই প্রকার ছুটির মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ অফিস প্রধান।

বিশ্লেষণ : (১) সরকার ঘোষিত যে কোনো মহামারিতে সংগ নিরোধ ছুটি মঞ্জুর করা যায়। (২) গুটি বসন্ত, কলেরা, প্লেগ, টাইফাস জ্বর ও সেরিব্রোস্পাইনাল মেনেনজষ্টাটিস রোগের ক্ষেত্রে এই প্রকার ছুটি প্রদান করা যাইবে। (স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং জনস্বাস্থ্য/১কিউ-৪/৩৪২, তারিখ : ২৩ এপ্রিল, ১৯৭৫)

(৩) এই প্রকার ছুটি, "ছুটি হিসাব" হইতে বিয়োগ হয় না এবং নৈমিত্তিক ছুটির অনুরূপভাবে ছুটির হিসাবের জন্য এই প্রকার ছুটিকালকে কর্মকাল হিসাবে গণ্য করা হয়।

প্রসূতি ছুটি

বি এস আর-১৯৭, এফ আর-১০১ এবং এস আর (এফ আর)-২৬৭, ২৬৮

(১) কোনো মহিলা কর্মচারী প্রসূতি ছুটির জন্য আবেদন করিলে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বিধি-১৪৯ অথবা বিধি-১৫০ তে বর্ণিত কর্তৃপক্ষ ছুটি আরম্ভের তারিখ অথবা সন্তান প্রসবের উদ্দেশ্যে আতুর ঘরে আবদ্ধ হওয়ার তারিখ, ইহার মধ্যে যাহা পূর্বে ঘটিবে, ঐ তারিখ হইতে ৬ (ছয়) মাসের ছুটি মঞ্জুর করিবেন।

তবে কোনো মহিলা ৬ (ছয়) মাসের কম বয়সী সন্তানসহ প্রথমবারের মতো সরকারি চাকরিতে নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে এবং প্রসূতি ছুটির আবেদন করিলে, উক্ত সন্তানের বয়স ৬ (ছয়) মাস পূর্ণ হওয়ার সময়সীমা পর্যন্ত প্রসূতি ছুটি মঞ্জুর করিতে হইবে।

(১এ) একজন মহিলা কর্মচারী সমগ্র চাকরিকালে প্রসূতি ছুটি ২ (দুই) বারের অধিক পাইবেন না।

CamScanner

(১বি) এই বিধির অধীনে মঞ্জুরিকৃত প্রসূতি ছুটি মহিলা কর্মচারীর "ছুটি হিসাব" হইতে বিয়োগ হইবে না এবং ছুটিতে যাওয়ার প্রাক্কালে উত্তোলিত বেতনের হারে পূর্ণ বেতন পাইবেন।

বিশ্লেষণ : এস.আর.ও নং-১৮৬/অম/অবি/প্রবি-২/ছুটি-৩/২০০১, তারিখ : ৯ জুলাই, ২০০১ দ্বারা বি এস আর, পার্ট-১ এর ১৯৭ নং বিধির উপবিধি-(১) এর পরিবর্তে উপবিধি-(১), (১এ) ও ১(বি) প্রতিস্থাপন করা হয় এবং এস আর ও নং ৯৩-আইন/২০২১, তারিখ: ১১ এপ্রিল, ২০২১ দ্বারা সর্বশেষ উপবিধি-১ পুনঃসংশোধন করা হয়।

প্রসূতি ছুটি সংক্রান্ত বিধান

(১) প্রসূতি ছুটির মেয়াদ পূর্ণ বেতনে ৬ (ছয়) মাস। গর্ভবতী হওয়ার পর ডাক্তারী সার্টিফিকেটসহ যে তারিখ হইতে ছুটিতে যাওয়ার আবেদন করিবে, ঐ তারিখ হইতেই ৬ (ছয়) মাসের ছুটি মঞ্জুর করিতে হইবে। তবে উক্ত ছুটি আরম্ভের তারিখ সন্তান প্রসবের উদ্দেশ্যে আতুর ঘরে আবদ্ধ হওয়ার তারিখের পরবর্তী কোনো তারিখ হইতে পারিবে না।

(২) ছয় মাসের কম বয়সী সন্তান আছে, এমন কোনো মহিলা প্রথমবারের মতো সরকারি চাকরিতে যোগদান করিয়া প্রসূতি ছুটির আবেদন করিলে প্রসূতি ছুটি মঞ্জুর করিতে হইবে। তবে এইক্ষেত্রে প্রসূতি ছুটির মেয়াদ হইবে ছুটিতে গমণের তারিখ হইতে সন্তানের বয়স ছয় মাস পূর্ণ হওয়ার দিন পর্যন্ত।

উদাহরণ: কোনো মহিলার মে মাসের ০২ তারিখে সন্তান ভূমিষ্ট হয়। উক্ত মহিলা প্রথম বারের মতো সরকারি চাকরিতে নিয়োগ লাভ করিয়া জুন মাসের ১৬ তারিখে চাকরিতে যোগদান করেন এবং জুন মাসের ১৭ তারিখ হইতে প্রসূতি ছুটি ভোগের আবেদন করেন। এইক্ষেত্রে ০১ লা নভেম্বর তারিখে তাহার সন্তানের বয়স ৬ (ছয়) পূর্ণ হইবে বিধায় তাহার প্রসূতি ছুটির মেয়াদ হইবে ১৭ জুন তারিখ হইতে ০১ লা নভেম্বর তারিখ পর্যন্ত।

(৩) অর্জিত ছুটি মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ প্রসূতি ছুটি মঞ্জুরির জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

(৪) সমগ্র চাকরি জীবনে প্রসূতি ছুটি দুইবারের বেশী প্রাপ্য নয়।

(৫) প্রসূতি ছুটি "ছুটি হিসাব" হইতে বিয়োগ হইবে না। অর্থাৎ প্রসূতি ছুটির জন্য ছুটি অর্জন করিতে হইবে না এবং পাওনা ছুটি হইতে প্রসূতি ছুটিকাল বাদ যাইবে না।

(৬) ছুটি ভোগকালে ছুটিতে যাওয়ার প্রাক্কালে প্রাপ্য বেতনের হারে পূর্ণ বেতন প্রাপ্য।

(৭) ডাক্তারী সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে গড় বেতনে অর্জিত ছুটিসহ যে কোনো প্রকার ছুটির আবেদন করিলে প্রসূতি ছুটির ধারাবাহিকতাক্রমে উক্ত প্রকার ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে এবং অন্য প্রকার ছুটির ধারাবাহিকতাক্রমে প্রসূতি ছুটিও মঞ্জুর করা যাইবে।

(৮) অস্থায়ী সরকারি কর্মচারীও প্রসূতি ছুটি প্রাপ্য।

(৯) মহিলা শিক্ষানাবশি (Lady Apprentices) এবং পার্ট-টাইম মহিলা ল' অফিসার প্রসূতি ছুটি প্রাপ্য।

CamScanner

প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি

নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর বিধি-৫ অনুসারে ছুটি পাওনা না থাকা সত্ত্বেও একজন স্থায়ী সরকারি কর্মচারীকে ভবিষ্যতে সমন্বয়ের শর্তে ব্যক্তিগত বিশেষ কারণে বা মেডিকেল সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে অবসর-উত্তর ছুটির ক্ষেত্র ব্যতীত প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি প্রদান করা যায়। নিম্নে বিধিটি উদ্ধৃত করা হইল :

বিধি-৫। প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি।-(১) অবসর-উত্তর ছুটির ক্ষেত্র ব্যতীত স্থায়ীকর্মে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারীকে সমগ্র চাকরি জীবনে মেডিকেল সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ১২ (বার) মাস এবং মেডিকেল সার্টিফিকেট ব্যতীত সর্বোচ্চ ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত অর্ধ গড় বেতনে প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে।

(২) স্থায়ীকর্মে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারী প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি ভোগ শেষে কর্মে প্রত্যাবর্তন করার পর পুনঃকর্মকাল দ্বারা ভোগকৃত ছুটি সমন্বয় না করা পর্যন্ত কোনো ছুটি প্রাপ্য নয়।

নোট : (১) এই বিধির অনুচ্ছেদ (২) এর অধীনে ছুটি অর্জন বলিতে বিধি-৩(১) (iii) অনুযায়ী ছুটি অর্জন বুঝাইবে এবং গড় বেতনের ছুটির সহিত ইহার কোনো সম্পর্ক নাই।

বিশ্লেষণ : (১) প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি কেবল স্থায়ীকর্মে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারীকেই প্রদান করা যায়। চাকরির মেয়াদ ৩ (তিন) বৎসরের অধিক হইলেও অস্থায়ীকর্মে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারীকে এই প্রকার ছুটি প্রদান করা যায় না।

(২) এই ছুটি গড় বেতনে প্রদান করা যায় না। শুধু অর্ধ গড় বেতনেই প্রদান করা যায়। অর্থাৎ এই প্রকার ছুটি ভোগকালে অর্ধহারে বেতন প্রাপ্য।

(৩) মেডিকেল সার্টিফিকেটসহ আবেদন করা হইলে সমগ্র কর্মজীবনে ১২ (বার) মাস এবং অন্যান্য কারণে সমগ্র কর্মজীবনে ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত এই ছুটি অর্ধ গড় বেতনে প্রদান করা যাইবে।

(৪) ছুটি ভোগ শেষে কর্মে যোগদান করিয়া পুনঃকর্মকাল দ্বারা ভোগকৃত ছুটি অর্জন না করা পর্যন্ত ছুটি প্রাপ্য নয়। এইক্ষেত্রে ছুটি অর্জন বলিতে অর্ধ গড় বেতনে ছুটি অর্জন বুঝাইবে। অর্ধ গড় বেতনে ছুটি পাওনা না থাকিলেই কেবল প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি প্রদান করা হয় বিধায় অর্ধ গড় বেতনের ছুটি অর্জন দ্বারাই উহা সমন্বয় করিতে হয়। পূর্ণ গড় বেতনের ছুটির সহিত ইহার কোনো সম্পর্ক নাই।

উদাহরণ: কোনো একজন স্থায়ীকর্মে নিযুক্ত কর্মচারীর চাকরির মেয়াদ (ইতোমধ্যে ভোগকৃত ছুটি বাদে) নিরবচ্ছিন্নভাবে আট বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর তিনি মারাত্মক দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন এবং চিকিৎসার কারণে মেডিকেল সার্টিফিকেট অনুযায়ী তাঁহার এক বৎসরের ছুটি প্রয়োজন। এইক্ষেত্রে তিনি আট বৎসর কর্মকালের গড় বেতনে ছুটি অর্জন করিয়াছেন-(৩৬৫×৮)÷১১=২৬৫ দিন বা ৮ মাস ২৫ দিন এবং অর্ধ গড় বেতনে ছুটি অর্জন করিয়াছেন- (৩৬৫×৮)÷১২=২৪৩ দিন বা ৮ মাস ৩ দিন। কিন্তু ইতোমধ্যে তিনি গড় বেতনে ১ মাস ১৫ দিন এবং অর্ধ গড় বেতনে তিন মাস ছুটি ভোগ করিয়াছেন। বর্তমানে তাঁহার ছুটি পাওনা আছে, গড় বেতনে (৮ মাস ২৫ দিন – ১ মাস ১৫ দিন) ৭ মাস ১০ দিন এবং অর্ধ গড় বেতনে (৮ মাস ৩ দিন – ৩ মাস) = ৫ মাস ৩ দিন।

CamScanner

নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর বিধি ৩(১)(ii) অনুযায়ী তিনি সর্বোচ্চ ৬ মাস গড় বেতনে ছুটি পাইবেন। সেই অনুসারে ৬ মাস গড় বেতনে ছুটি দেওয়া হইলে আরো ৬ মাস অর্ধ গড় বেতনে ছুটির প্রয়োজন। কিন্তু অর্ধ গড় বেতনে তাঁহার পাওনা ছুটির পরিমাণ ৫ মাস ৩ দিন।

এইক্ষেত্রে তাঁহাকে ৬ মাস গড় বেতনে এবং ৫ মাস ৩ দিন অর্ধ গড় বেতনে ছুটি দেওয়া যাইবে। অবশিষ্ট সময় অর্থাৎ ১২ মাস – ১১ মাস ৩ দিন (৬ মাস + ৫ মাস ৩ দিন) = ২৭ দিন তাহাকে প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি প্রদান করা যাইবে। ছুটি ভোগ শেষে তিনি কর্মে যোগদান করার পর অর্ধ গড় বেতনে ২৭ দিনের প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি সমন্বয় না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার ছুটির হিসাবে অর্ধ গড় বেতনে কোনো ছুটি জমা হইবে না। অর্থাৎ ছুটি শেষে যোগদানপূর্বক কর্মকাল (২৭×১২)=৩২৪ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী দিন হইতে পুনরায় অর্ধ গড় বেতনের ছুটি তাঁহার 'ছুটি হিসাব' এ জমা হইতে থাকিবে।

বিশ্লেষণ : প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি সম্পর্কে বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস্ এর বিধি-১৮৪(সি) তে বর্ণিত বিধানসমূহ 'নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯' এর বিধি- ৫ এর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ায় তাহা বর্তমানে কার্যকর নাই। তবে এই বিধিটির নোট অংশে বর্ণিত শর্তাবলী অনুসরণ করিতে হইবে। নোট- (৬) নিম্নরূপ–

নোট–৬। এই প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি কেবল বিশেষ অবস্থায়, যথা– অসুস্থতা বা ব্যক্তিগত জরুরী প্রয়োজনে প্রদান করা যাইবে। এই প্রকার ছুটি একবার মঞ্জুর করা হইলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর আবেদন ব্যতীত তাহা বাতিল করা যাইবে না। সংশ্লিষ্ট কর্মচারী ছুটি ভোগ শেষে কর্মে যোগদানপূর্বক এই ছুটি অর্জন করিবেন, এইমর্মে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ পরিতুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এই প্রকার ছুটি মঞ্জুর করিবেন না।

অবসর-উত্তর ছুটি

১। সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ধারা-৪৭ এর বিধান অনুযায়ী কোনো কর্মচারী, চাকরি হইতে অবসরে গমন করিলে বা তাহার চাকরির অবসান ঘটিলে, তিনি সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত, অবসর-উত্তর ছুটি পাইবেন।

২। (ক) কোনো কর্মচারীর ৫৯ বৎসর পূর্তির দিনটি এবং মুক্তিযোদ্ধা কর্মচারীর ৬০ বৎসর পূর্তির দিনটি অবসর গ্রহণের দিন হিসাবে গণ্য হইবে। অর্থাৎ ৫৯/৬০ বৎসর পূর্তির দিন হইতে অবসর গ্রহণ কার্যকর হইবে। তবে ছুটি পাওনা সাপেক্ষে অবসর গ্রহণের জন্য নির্ধারিত ৫৯/৬০ বৎসর পূর্তির দিনের পরের দিন হইতে সর্বোচ্চ এক বৎসর অবসর-উত্তর ছুটি পাইবেন।

উদাহরণ: (১) কোনো কর্মচারীর জন্ম তারিখ ০৫ জুলাই, ১৯৬২ হওয়ার ক্ষেত্রে তাহার ৬৯ বৎসর পূর্তির দিনটি হইবে ০৪ জুলাই, ২০২১। ফলে ০৪ জুলাই, ২০২১ তারিখ হইবে তাহার অবসর গ্রহণের দিন। তাহার অবসর-উত্তর ছুটি আরম্ভ হইবে ০৫ জুলাই, ২০২১ তারিখ হইতে।
(২) কোনো কর্মচারীর জন্ম তারিখ ০১ মার্চ, ১৯৬২ হওয়ার ক্ষেত্রে তাহার ৬৯ বৎসর পূর্তির দিনটি হইবে ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২১। ফলে ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখ হইবে তাহার অবসর গ্রহণের দিন। তাহার অবসর-উত্তর ছুটি আরম্ভ হইবে ০১ মার্চ, ১৯২১ তারিখ হইতে।

CamScanner

(খ) অবসর-প্রস্তুতি ছুটিকে অবসর-উত্তর ছুটিতে রূপান্তর করা সত্ত্বেও অবসর-প্রস্তুতি ছুটিকালের সুযোগ সুবিধা সম্বলিত অন্যান্য সকল নির্দেশনা পূর্বের ন্যায় বহাল থাকিবে। (অর্থ বিভাগের প্রবিধি অনুবিভাগের প্রবিধি শাখা-১ এর প্রজ্ঞাপন নং অম/অবি/প্রবি-১/চাঃবিঃ-৩/২০১০(অংশ-৩)-৬২, তারিখ : ০৬ এপ্রিল, ২০১০)

৩। সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ৪৩ ধারার উপ-ধারা-১ এর দফা (ক) ও (খ) এ যথাক্রমে একজন কর্মচারী তাহার ৫৯ (উনষাট) বৎসর পূর্তিতে এবং একজন মুক্তিযোদ্ধা কর্মচারী তাহার বয়স ৬০ (ষাট) বৎসর পূর্তিতে অবসর গ্রহণ করেন বিধায় বর্তমানে ৫৯/৬০ বৎসর পূর্তির দিনটি অকর্ম দিবস (নন-ওয়ার্কিং ডে) হিসাবে গণ্য হইবে না। (প্রজ্ঞাপন নং-০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৩-১০৫, তারিখ: ২৮ অক্টোবর, ২০২০)

৪। অর্থ বিভাগের প্রজ্ঞাপন নং- ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৫.৮১, তারিখ:১৪-১০-২০১৫ খ্রিঃ/২৯-৬-১৪২২ বঃ এর (ছ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অবসর-উত্তর ছুটির ক্ষেত্রে ১ জুলাই, ২০১৫ তারিখ হইতে দুই দিনের অর্ধগড় বেতনের ছুটিকে এক দিনের গড় বেতনের ছুটিতে রূপান্তর করা যাইবে।

৫। অবসর-উত্তর ছুটি ভোগ করার পরও ছুটি পাওনা থাকিলে সর্বাধিক ১৮ (আঠার) মাসের মূল বেতনের সমান আর্থিক সুবিধা পাইবে। এইক্ষেত্রে প্রাপ্য অর্ধ গড় বেতনের ছুটিকে প্রতি দুই দিনের জন্য একদিন হিসাবে পূর্ণ গড় বেতনের ছুটিতে রূপান্তর করা যাইবে। যদি কোনো কর্মচারী অবসর-উত্তর ছুটি ভোগ না করেন, তাহা হইলে তিনিও প্রাপ্য ছুটির সর্বাধিক আঠার মাসের মূল বেতনের সমান আর্থিক সুবিধা পাইবেন। (অর্থ বিভাগের স্মারক নং MF/FD/Reg-II/Leave-16/84/9, তারিখ: ২১ জানুয়ারি, ১৯৮৫)

৬। কোনো গণকর্মচারী ৫৯ বৎসর বয়স পূর্তির পূর্বে যদি অবসর-উত্তর ছুটি গ্রহণের জন্য আবেদন করেন, কিন্তু উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যদি প্রশাসনিক কারণে তাহার ৫৯ বৎসর বয়স পূর্তির পূর্বে অবসর-উত্তর ছুটির আদেশ জারি করিতে ব্যর্থ হয়, সেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে ৫৯ বৎসর বয়স পূর্তির পূর্ব তারিখ হইতে ভূতাপেক্ষভাবে পরবর্তী সময় অবসর-উত্তর ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে। (প্রজ্ঞাপন নং সম(বিধি-৪)-পেনশন-৮(অংশ-১)৮৭-২, তারিখ : ২ জানুয়ারি, ১৯৯৩)

৭। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ইহার অধীনস্থ অবসর-উত্তর ছুটি ভোগরত সকল কর্মচারীকে কোনোরূপ হয়রানী না করিয়া তাহাদের আবেদনের ভিত্তিতে বহির্বাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর করিবেন। (স্মারক নং সম(বিধি-৪)-বিবিধ-৭০/৯২-৫৩(৩০০), তারিখ : ৯ মার্চ, ১৯৯৩)

৬। চাকরিরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিলে মৃত্যুর তারিখে অবসরগ্রহণ ধরিয়া পাওনা সাপেক্ষে ছুটির পরিবর্তে প্রাপ্য নগদ অর্থ পরিবারকে প্রদান করা যাইবে। এইক্ষেত্রে পরিবার বলিতে পারিবারিক পেনশন প্রদান নিমিত্তে পেনশন বিধিতে প্রদত্ত সংজ্ঞানুযায়ী পরিবার বুঝাইবে। (স্মারক নং অম/অবি/প্রবি-২/ছুটি-১৬/৮৪/১৯৩, তারিখ : ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫)

CamScanner

অবসর-উত্তর ছুটিকাল পেনশনযোগ্য চাকরিকাল হিসাবে গণ্য নয়

(১) অবসর-প্রস্তুতিমূলক ছুটিকে (এলপিআর) অবসর-উত্তর ছুটিতে (পিআরএল) রূপান্তর করায় অবসর-উত্তর ছুটি (পিআরএল) কাল পেনশনযোগ্য চাকরি হিসাবে গণনাযোগ্য হইবে না। তবে, অবসর-প্রস্তুতিমূলক ছুটি (এলপিআর) কালীন প্রাপ্ত অন্যান্য সকল সুযোগ সুবিধা অবসর-উত্তর (পিআরএল) ছুটিকালীনও বহাল থাকবে।

(২) জনাব 'ক' এর জন্ম তারিখ ০১-০১-১৯৬২ খ্রিঃ। একটি উদাহরণের মাধ্যমে তাহার অবসরগ্রহণ, পিআরএল ও চূড়ান্ত অবসরগ্রহণের তারিখ নিম্নোক্তভাবে দেখানো হইল:

(ক) জনাব 'ক' এর ৫৯ বৎসর বয়স পূর্তি হইবে ৩১-১২-২০২০ খ্রিঃ তারিখে এবং ৩১-১২-২০২০ খ্রিঃ তারিখ অপরাহ্নে তিনি অবসর গ্রহণ করিবেন।

(খ) ছুটি পাওনা সাপেক্ষে মঞ্জুরীকৃত অবসর-উত্তর ছুটি (পিআরএল) আরম্ভ হইবে তাহার অবসর গ্রহণের পরের দিন অর্থাৎ ০১-০১-২০২১ খ্রিঃ তারিখে। তিনি ১২ মাস অবসর-উত্তর ছুটি (পিআরএল) ভোগ করিলে তাহার ছুটি শেষ হইবে ৩১-১২-২০২১ খ্রিঃ তারিখে এবং তাহার চূড়ান্ত অবসর গ্রহণের তারিখ হইবে ০১-০১-২০২২ খ্রিঃ।

(গ) অবসর-উত্তর ছুটি (পিআরএল) ভোগ না করিলে তাহার চূড়ান্ত অবসর গ্রহণের তারিখ হইবে ৩১-১২-২০২০ খ্রিঃ। (প্রজ্ঞাপন নং-০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৩-২২, তারিখ: ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২১)

নৈমিত্তিক ছুটি

১। নৈমিত্তিক ছুটি চাকরি বিধিমালা স্বীকৃত ছুটি নয় এবং নৈমিত্তিক ছুটির অনুপস্থিতিকে কাজে অনুপস্থিতি হিসাবে গণ্য করা হয় না। বাংলাদেশ চাকরি বিধিমালার প্রথম খন্ডের বিধি-১৯৫ এর নোট-২ এ উল্লেখিত শর্ত সাপেক্ষে এইরূপ ছুটি মঞ্জুর করা হয়। এই প্রকার ছুটিতে অনুপস্থিত কর্মকর্তার কার্য পালনের জন্য কোনো বদলির ব্যবস্থা করা হয় না। তাই নৈমিত্তিক ছুটিভোগকারী কর্মচারীর অনুপস্থিতির কারণে যদি জনস্বার্থ ক্ষুন্ন হয়, তাহা হইলে ছুটি প্রদানকারী ও ছুটিভোগকারী কর্মচারী উভয়ে দায়ি থাকিবেন।

২। পঞ্জিকা বর্ষে একজন সরকারি কর্মচারী সর্বমোট ২০ (বিশ) দিন নৈমিত্তিক ছুটি ভোগ করিতে পারিবেন।

৩। কোনো সরকারি কর্মচারীকে একসঙ্গে ১০ (দশ) দিনের বেশি নৈমিত্তিক ছুটি প্রদান করা যাইবে না। তবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৫ ফ্রেব্রুয়ারি, ১৯৮২ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং ইডি(রেগ-৬)/ছুটি-১৩/৮০-১৪ অনুযায়ী পার্বত্য জেলায় কর্মরত সকল সরকারি কর্মচারী এক বৎসরের মঞ্জুরযোগ্য ২০ (বিশ) দিনের নৈমিত্তিক ছুটি একইসঙ্গে ভোগ করিতে পারিবে।

CamScanner

৪। কোনো কর্মচারী আবেদন জানাইলে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) দিনের নৈমিত্তিক ছুটি এক বা একাধিকবার সাপ্তাহিক ছুটি অথবা অন্য কোনো সরকারি ছুটির পূর্বে অথবা পরে সংযুক্ত করার অনুমতি দেওয়া যাইবে। যেইক্ষেত্রে এইমর্মে আবেদন করা হইবে না বা অনুমতি দেওয়া হইবে না, সেইসকল ক্ষেত্রে সাপ্তাহিক ছুটি বা সরকারি ছুটির দিনগুলিও নৈমিত্তিক ছুটি হিসাবে গণ্য হইবে।

৫। নৈমিত্তিক ছুটি উভয় দিকে সরকারি ছুটির সহিত সংযুক্ত করা যাইবে না।

৬। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে নৈমিত্তিক ছুটিভোগকারী কোনো কর্মচারী সদর দপ্তর ত্যাগ করিতে পারিবেন না।

৭। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে নৈমিত্তিক ছুটিতে থাকাকালীন কোনো কর্মচারীকে সদর দপ্তর হইতে এমন দূরত্বে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া যাইবে না, যেখান হইতে সদর দপ্তরে কাজে যোগদানের আদেশ পাওয়ার পর কাজে যোগদান করিতে ৪৮ (আট চল্লিশ) ঘন্টার অধিক সময় লাগিতে পারে।

৮। নিয়মিত ছুটি মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ অথবা অধস্তন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ নৈমিত্তিক ছুটি এবং তদ্‌সংগে সদর দপ্তর ত্যাগের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন। গুরুতর অসুস্থতা, বিশেষ করিয়া সংক্রামক ব্যাধির (যেমন গুটি বসন্ত) ক্ষেত্রে কাজে যোগদানের নির্দেশ প্রাপ্তির সংগে সংগেই কাজে যোগদান সম্ভব নয় বিধায় এই সকল ক্ষেত্রে নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করার প্রশ্ন উঠে না। তবে ব্যক্তিগত অসুবিধা, সামান্য অসুস্থতা (যেমন সাধারণ জ্বর) ইত্যাদি কারণে নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে।

৯। নৈমিত্তিক ছুটিতে থাকার সময়ে বিদেশে গমন করা যাইবে না।

১০। সরকারি কাজে অথবা প্রশিক্ষণার্থে বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থানরত কর্মচারীদিগকে নৈমিত্তিক ছুটি প্রদান সরকার নিরুৎসাহিত করে। তবে কেবল বিশেষ পরিস্থিতিতে উপরোক্ত শর্ত সাপেক্ষে নৈমিত্তিক ছুটি প্রদান করা যাইবে। (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তি নং ইডি(রেগ-৬)/ছুটি-১৪/৮১-২৪(৫০০১), তারিখ : ৮ এপ্রিল, ১৯৮২ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আদেশ নং সম(রেগ-৫)-৪৩১/৮৩-১০/(৫০০), তারিখ: ২৯ মে, ১৯৮৪)

বিশ্লেষণ : নৈমিত্তিক ছুটি প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস্ স্বীকৃত কোনো ছুটি নয়। বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস্ এর বিধি-১৯৫ এর নোট-(২) এর প্রেক্ষিতে এই প্রকার ছুটি প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস্ এবং নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৭৯ তে যে সকল ছুটির বিধান আছে, উহার সহিত নৈমিত্তিক ছুটির যথেষ্ঠ পার্থক্য রহিয়াছে। নৈমিত্তিক ছুটির সময়কে কর্মরত হিসাবে গণ্য করা হয়। ছুটি হইতে প্রত্যাবর্তনের পর যোগদানপত্র দাখিল করিতে হয় না। ইহাছাড়া হঠাৎ উদ্ভুত কোনো অতি সাময়িক কারণে যথা– সর্দি, জ্বর, জরুরী ব্যক্তিগত বা পারিবারিক প্রয়োজনে এই ছুটি প্রদান করা হয়। নৈমিত্তিক ছুটি বর্ধিত করণের কোনো বিধান নাই।

CamScanner

সাধারণ ও সরকারি ছুটি

(Public & Govt. Holiday)

(ক) সাধারণ ছুটি (পাবলিক হলিডে) : নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট এ্যাক্ট, ১৮৮১ এর ধারা-২৫ এর ব্যাখ্যা অনুসারে সাধারণ ছুটি বলিতে সাপ্তাহিক ছুটি এবং সরকারি গেজেটের মাধ্যমে যে সমস্ত দিনকে সাধারণ ছুটি হিসাবে ঘোষণা করা হয়, ঐ সমস্ত দিনকে বুঝাইবে। আইনের উক্ত ধারার অধীনে সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রতি বৎসরের জন্য সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে। ইহাছাড়া সরকারি বর্ষপঞ্জিতে এই প্রকার ছুটির দিনগুলি লাল কালিতে চিহ্নিত থাকে।

(খ) নির্বাহী আদেশে সরকারি ছুটি : সরকার সাধারণ ছুটি ব্যতীত যে সমস্ত দিনসমূহকে সাধারণ ছুটির সহিত সংযুক্ত করিয়া বা পৃথকভাবে সরকারি আদেশের দ্বারা কোনো একটি নির্দিষ্ট বৎসরের জন্য উক্ত বৎসরের সরকারি ছুটি হিসাবে ঘোষণা করে, সে সমস্ত দিন বা দিনসমূহ নির্বাহী আদেশে সরকারি ছুটি হিসাবে গণ্য। এই প্রকার ছুটি সমূহও গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। তাহাছাড়া সংশ্লিষ্ট বৎসরের সরকারি বর্ষ পঞ্জিতে এই প্রকার ছুটিও লাল কালিতে চিহ্নিত থাকে। অবশ্য সরকার যে কোনো সময় আদেশের দ্বারা এই প্রকার ছুটির হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে পারে।

(গ) ঐচ্ছিক ছুটি : কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে যেসমস্ত ছুটি ভোগ করা কর্মচারীর ইচ্ছাধীন, তাহাই ঐচ্ছিক ছুটি। যে কোনো সম্প্রদায়ের একজন কর্মচারীকে তাঁহার নিজ ধর্ম অনুযায়ী বৎসরে সর্বমোট ৩ (তিন) দিন পর্যন্ত ঐচ্ছিক ছুটি ভোগ করার অনুমতি প্রদান করা যাইবে এবং এই ব্যাপারে প্রত্যেক কর্মচারীকে বৎসরের প্রারম্ভে নিজ ধর্ম অনুযায়ী নির্ধারিত ৩ (তিন) দিনের ঐচ্ছিক ছুটি ভোগ করার ইচ্ছা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন করাইতে হইবে। সাধারণ ছুটি, নির্বাহী আদেশে সরকারি ছুটি ও সাপ্তাহিক ছুটির সহিত সংযুক্ত করিয়া ঐচ্ছিক ছুটি ভোগ করার অনুমতি দেওয়া যাইবে।

বিশ্লেষণ : সরকার ঘোষিত উপরোক্ত ছুটিসমূহ সকল অফিস, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের বেলায় প্রযোজ্য। তবে যে সমস্ত অফিস, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান, যথা: ব্যাংক, ডাক, তার, টেলিফোন, রেলওয়ে, হাসপাতাল ও রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা বা ব্যবসায়ী সংস্থা ও কলকারখানা ইত্যাদি, যাহাদের নিজস্ব আইন-কানুন দ্বারা তাহাদের অফিসের সময়সূচি ও ছুটি নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে অথবা যে সমস্ত অফিস, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের চাকরি সরকার কর্তৃক অত্যাবশ্যক চাকরি হিসাবে ঘোষণা করা হইয়াছে, উহাদের বেলায় আপনা আপনি প্রযোজ্য হইবে না। ঐ সমস্ত অফিস, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান উহাদের নিজস্ব আইন-কানুন অনুযায়ী জনস্বার্থ বিবেচনা করিয়া ছুটি ঘোষণা করিবে।

CamScanner

শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি

বাংলাদেশ চাকরি (বিনোদন ভাতা) বিধিমালা, ১৯৭৯ এর বিধান অনুসারে শ্রান্তি ও বিনোদনের উদ্দেশ্যে যে অর্জিত ছুটি দেওয়া হয়, উহাই শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি। উক্ত বিধিমালায় এই প্রকার ছুটি সংক্রান্ত নিম্নরূপ বিধান রহিয়াছে–

১। কার্যভিত্তিক, আনুষঙ্গিক ও চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী ব্যতীত সকল প্রকার সরকারি ও বিধিবদ্ধ সংস্থার কর্মচারীগণ এই প্রকার ছুটি প্রাপ্য। বিধি-৩

২। কোনো সরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মচারী শ্রান্তি ও বিনোদনের উদ্দেশ্যে প্রতি ৩ (তিন) বৎসরে ১৫ দিনের গড় বেতনে ছুটিতে গমন করিলে ১ (এক) মাসের বেতনের সমান বিনোদনভাতা প্রাপ্য। এই বিনোদন ভাতা ছুটিকালীন বেতনের অতিরিক্ত হিসাবে প্রাপ্য। বিধি-২, ৪ ও ৫

৩। সরকারি ও বিধিবদ্ধ সংস্থার কর্মচারীর আবেদনকৃত তারিখ হইতে জনস্বার্থের কারণে ছুটি মঞ্জুর সম্ভব না হইলে পরবর্তী যে সময়ে ছুটি মঞ্জুর করা হইবে, ঐ সময়ে বিনোদনভাতা পাইবেন। তবে এইক্ষেত্রে পরবর্তী বিনোদন ভাতার জন্য ৩ (তিন) বৎসর গণনা করা হইবে পূর্ববর্তী ছুটির আবেদনকৃত তারিখ হইতে। বিধি-৬

বিশ্লেষণ: (১) বিধিবদ্ধ সংস্থার কর্মচারীগণও শ্রান্তি বিনোদন ভাতা প্রাপ্য (এস, আর, ও নং ৩১৯-আইন/২০১৫, তারিখ: ০১ নভেম্বর, ২০১৫)

বিশ্লেষণ : (২) (ক) নন-গেজেটেড কর্মচারীগণ গেজেটেড পদের চলতি দায়িত্বে থাকিলে, বিনোদন ভাতার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের গেজেটেড কর্মকর্তা হিসাবে গণ্য করা যাইবে না।

(খ) অবসর-উত্তর ছুটি ভোগরত কর্মচারীরা এই ভাতা পাইবেন না।

(গ) ছুটি মঞ্জুরি ব্যতিরেকে এই ভাতা দেওয়া যাইবে না।

(ঘ) বিনোদন ভাতা মঞ্জুরির বিষয়ে সরকারি কর্মচারীর জ্যেষ্ঠতা সরকারি চাকরিতে যোগদানের তারিখ হইতে নির্ধারিত হইবে। তবে অবসর গ্রহণ আসন্ন এইরূপ কর্মচারীদের বিনোদন ভাতা মঞ্জুরির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হইবে। (অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং এম এফ(আর-২)এল-১/৭৮(অংশ-২)/৫৯, তারিখ : ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯)

বিশ্লেষণ : (৩) যে মাসে ছুটিতে যাইবেন, ঐ মাসের মূল বেতনের সমান বিনোদন ভাতা প্রাপ্য। (স্মারক নং অম(অবি)/প্রবি-২/ছুটি-৬/৮৬/২৮, তারিখ : ২০ মার্চ, ১৯৮৯)

CamScanner

অক্ষমতাজনিত বিশেষ ছুটি
(Special disability leave)

বি এস আর, পার্ট-১ এর বিধি-১৯২, ১৯৩ এবং এফ আর-৮৩

১। কোন সরকারী কর্মচারী অভিপ্রেত কোন আঘাতের দ্বারা বা কারণে, অথবা স্বীয় দায়িত্ব সূচারুরূপে পালনের সময় বা তাঁহার পদের দায়িত্ব পালনের (official position) কারণে আহত হইয়া অক্ষম (disabled) হইলে, বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে।

(২) ঘটনা সংঘটনের ৩ (তিন) মাসের মধ্যে অক্ষমতা প্রকাশ না পাইলে এবং অক্ষম ব্যক্তি যথাযথ তৎপরতার সহিত ইহা কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত না করিলে এই প্রকার ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে না। তবে ঘটনা সংঘটিত হওয়ার ৩ মাসের অধিক সময় পরেও অক্ষমতা প্রকাশ পাওয়ার ক্ষেত্রে সরকার অক্ষমতার কারণ সম্পর্কে পরিতুষ্ট হইলে, এই প্রকার ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে।

(৩) মেডিকেল বোর্ডের প্রত্যয়নকৃত সময়ই হইবে এই প্রকার ছুটির মেয়াদ। মেডিকেল বোর্ডের সার্টিফিকেট ব্যতীত এই প্রকার ছুটির মেয়াদ বাড়ানো যাইবে না এবং ইহা কোন ক্ষেত্রেই ২৪ (চব্বিশ) মাসের অধিক হইবে না।

(৪) অন্য যে কোন প্রকার ছুটির সহিত সংযুক্তভাবে এই প্রকার ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে।

(৫) একই ক্ষেত্রে পরবর্তী পর্যায়ে অক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলে বা পুনঃপ্রকাশ পাইলে একাধিকবার এই ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে। তবে একই অক্ষমতার ঘটনায় ২৪ (চব্বিশ) মাসের অধিক এই প্রকার ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে না।

(৬) পেনশনের জন্য চাকরিকাল গণনায় এই প্রকার ছুটিকালকে কর্মকাল হিসাবে গণ্য করা হইবে এবং এই প্রকার ছুটিকাল "ছুটি হিসাব" হইতে বিয়োগ হইবে না।

(৭) এই প্রকার ছুটি ভোগকালে ছুটিকালীন বেতন হইবে–

(অ) এই বিধির উপ-বিধি-(৫) এর ক্ষেত্রসহ প্রথম ৪ (চার) মাস গড় বেতনে, এবং

(আ) এই প্রকার ছুটির অবশিষ্ট সময়ে অর্ধগড় বেতনে; অথবা সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর ইচ্ছানুসারে অন্যভাবে তিনি যতদিন গড় বেতনে ছুটি প্রাপ্য ততোদিনের সমান গড় বেতনে।

(৮) যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে "Workmen's compensation Act, 1923" প্রযোজ্য, ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঐ আইনের ধারা-৪ এর উপধারা-(১) এর (ডি) অনুচ্ছেদের অধীনে যেপরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদেয়, ঐ পরিমাণ ক্ষতিপূরণ, এই বিধির অধীনে প্রাপ্য ছুটিকালীন বেতন হইতে বাদ যাইবে।

(৯) যে বেসামরিক কর্মচারীর সামরিক বাহিনীতে চাকরির ফলশ্রুতিতে অক্ষমতা দেখা দেয় এবং সামরিক বাহিনীতে পুনঃ চাকরির অযোগ্য হইয়া পড়েন, কিন্তু বেসামরিক চাকরির জন্য সম্পূর্ণভাবে এবং স্থায়ীভাবে অক্ষম হন নাই, তাঁহার ক্ষেত্রে এই বিধির বিধান প্রযোজ্য হইবে। তবে তাহার অক্ষমতার কারণে সামরিক বিধির আওতায় যে পরিমাণ ছুটি মঞ্জুর করা হইয়াছে, ঐ পরিমাণ ছুটি এই বিধির অধীনে প্রাপ্য ছুটি হইতে বাদ যাইবে।

(১০) যে সরকারী কর্মচারী দূর্ঘটনার দ্বারা বা কারণে, অথবা স্বীয় দায়িত্ব পালনের কারণে আহত হইয়া, অথবা কোন বিশেষ বেসামরিক পদের দায়িত্বের অতিরিক্ত কোন ঝুকিপূর্ণ বিশেষ কর্ম সম্পাদনের দ্বারা অসুস্থ্য বা আহত হইয়া পড়েন, তাহার ক্ষেত্রেও বিধি-১৯২ এর বিধান প্রযোজ্য হইবে। তবে এই সুবিধা নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে প্রযোজ্য হইবে–

(অ) এই অক্ষমতা অসুস্থতাজনিত কারণে হইলে, উহা যে বিশেষ ধরনের কর্ম সম্পাদনের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতিতে হইয়াছে, তাহা মেডিকেল বোর্ড কর্তৃক প্রত্যায়িত হইতে হইবে; এবং

(আ) সামরিক বাহিনী ব্যতীত অন্যত্র চাকরিকালে অক্ষমতা দেখা দিলে, তাহা সরকারের দৃষ্টিতে ব্যতিক্রমধর্মী এবং যে অবস্থার প্রেক্ষিতে ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তাহা এই প্রকার ছুটি প্রদানের জন্য স্বাভাবিক ঘটনা হিসাবে বিবেচিত হইতে হইবে; এবং

(ই) মেডিকেল বোর্ড যে মেয়াদের ছুটির সুপারিশ করিবে, উহার অংশ বিশেষ এই বিধির অধীন ছুটি এবং অংশ বিশেষ অন্য প্রকার ছুটি হইতে পারিবে, এবং গড় বেতনে বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি ৪ (চার) মাসের কমও মঞ্জুর করা যাইবে।

(১১) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ফরেন সার্ভিসে দায়িত্ব পালনের কারণে অক্ষমতা দেখা দিলে মঞ্জুরকৃত অক্ষমতাজনিত ছুটির জন্য ছুটিকালীন বেতন ফরেন সার্ভিসের নিয়োগ কর্তাকে প্রদান করিতে হইবে। ফরেন সার্ভিস হইতে প্রত্যাবর্তনের পরবর্তী পর্যায়ে এই অক্ষমতা দেখা দিলেও ইহা প্রযোজ্য হইবে।

চিকিৎসালয় ছুটি

বি এস আর-১৯৮ - ২০১ এবং এফ আর এর এস আর-২৬৯-২৭৩

যেসমস্ত সরকারী কর্মচারীর কর্তব্য পালনকালে দূর্ঘটনায় আহত বা অসুস্থ্য হওয়ার ঝুকি থাকে, তাঁহারা এই প্রকার ছুটি প্রাপ্য। সাধারণত্ব পুলিশ বিভাগ, বন বিভাগ, আবগারী বিভাগ, ফায়ার সার্ভিস, পাগলা গারদ, ল্যাবরেটরী ইত্যাদিতে নিয়োজিত অধস্তন কর্মচারীবৃন্দ এবং স্থায়ী পিয়ন ও গার্ড এই প্রকারের ছুটি প্রাপ্য। কর্তব্য

পালনকালে অসুস্থ্য হইলে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য এই প্রকার ছুটি প্রদান করা হয়। এই প্রকার ছুটি প্রতি তিন বৎসরে পূর্ণ গড় বেতনে ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত প্রদান করা যায় এবং এই প্রকার ছুটির সংগে একত্রে অন্য যে কোন প্রকার প্রাপ্য ছুটি প্রদান করা যায়। তবে সর্বমোট ছুটির পরিমাণ কোনক্রমেই ২৮ (আটাশ) মাসের অধিক হইবে না। কর্তৃপক্ষ এই প্রকার ছুটি গড় বেতনে বা অর্ধগড় বেতনে মঞ্জুর করিতে পারেন। তবে গড় বেতনে ছুটির পরিমাণ ৩ (তিন) মাসের অধিক হইবে না।

এই প্রকার ছুটির জন্য ছুটি অর্জন করিতে হয় না এবং এই প্রকার ছুটি "ছুটি হিসাব" হইতে বিয়োগ হয় না। নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ এই প্রকার ছুটি মঞ্জুর করিতে পারেন।

বিশেষ অসুস্থ্যতাজনিত ছুটি

বি এস আর-২০২ এবং এফ আর এর এস আর-২৭৪ ও ২৭৫

সরকারী নৌযানে কর্মরত কোন অফিসার, ওয়ারেন্ট অফিসার অথবা পেটি অফিসার আহত হওয়ার কারণে বা অসুস্থ্যতাজনিত কারণে হাসপাতালে অথবা নৌযানের অভ্যন্তরে চিকিৎসার জন্য পূর্ণ গড় বেতনে ৬ (ছয়) সপ্তাহ পর্যন্ত বিশেষ অসুস্থ্যতাজনিত ছুটি প্রাপ্য। তবে মদ্য পান বা অন্য কোনভাবে নিজের দ্বারা সৃষ্ট অসুস্থ্যতার ক্ষেত্রে এই প্রকার ছুটি প্রাপ্য নয়।

একজন সীম্যান যদি তাহার কর্তব্য পালনের কারণে অসুস্থ্য হইয়া পড়েন এবং এই ব্যাপারে সরকারী মেডিকেল অফিসার প্রত্যয়ন করেন, তাহা হইলে তিনি পূর্ণ গড় বেতনে ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত বিশেষ অসুস্থ্যতাজনিত ছুটি প্রাপ্য। তবে আহত হওয়ার কারণে কোন ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য হইলে ছুটিকালীন বেতন উক্ত ক্ষতিপূরণের অর্থের সহিত সমন্বয় করিতে হইবে।

এই প্রকার ছুটির জন্য ছুটি অর্জন করিতে হয় না এবং এই প্রকার ছুটি "ছুটি হিসাব" হইতে বিয়োগ হয় না। নৌযানের কমান্ডার এই প্রকার ছুটি মঞ্জুর করিতে পারেন।

অবকাশ বিভাগের ছুটি

নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এবং এফ আর এর এস আর-২৬৩-২৬৬

যে বিভাগ বা যে বিভাগের অংশ বিশেষের কর্মচারীগণের নিয়মিতভাবে অবকাশ অনুমোদিত এবং অবকাশকালে কর্মচারীগণ কর্ম হইতে অনুপস্থিত থাকার অনুমতিপ্রাপ্ত, ঐ বিভাগকে অবকাশ বিভাগ বলে। অবকাশ বিভাগের কর্মচারীদের ছুটি সম্পর্কে নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর বিধি-৮ তে নিম্নরূপ বিধান রহিয়াছে–

CamScanner